بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবাকেরাম রেজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১লা মার্চ ২০১৯-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বদরী সাহাবীদের ঘটনাবলী অথবা তাদের জীবন চরিত বর্ণনার ধারা চলছে। আজও এরই ধারাবাহিকতায় কয়েকজন সাহাবীর স্মৃতিচারণ করবো। প্রথমজন হলেন, হযরত খওলী বিন আবী খওলী। হযরত খওলী বদর ও ওহুদের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকালে হযরত খওলী ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত রা'ফে বিন আল্ মুয়াল্লা। হযরত রা'ফে বিন আল্ মুয়াল্লা খাযরাজ গোত্রের বনু হাবীব শাখার সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত রা'ফে এবং হযরত সাফওয়ান বিন বায়যা-র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেছিলেন। এই উভয় সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে তারা উভয়ে বদরের যুদ্ধে শহীদ হন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত যুশ্ শেমালায়ন হুমায়ের বিন আবদে আমর। যুশ্ শেমালায়ন হুমায়ের বিন আবদে আমর। তার আসল নাম ছিল উমায়ের আর ডাক নাম ছিল আবু মুহাম্মদ। হযরত উমায়ের মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন এবং হযরত সা'দ বিন খায়সামা-র কাছে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) ইয়াযিদ বিন হারেস এর সাথে তার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন। এই উভয় সাহাবী বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৩০বছর।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত রা'ফে বিন ইয়াযিদ। হযরত রা'ফে বিন ইয়াযিদ আনসারদের অওস গোত্রের বনু যহুর বিন আব্দুল আশহাল শাখার সদস্য ছিলেন। হযরত রা'ফের মাতা আকরাব বিনতে মুআয প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সা'দ বিন মুআয এর বোন ছিলেন। হযরত রা'ফের দু'জন পুত্র ছিল উসায়েদ এবং আব্দুর রহমান। হযরত রা'ফে বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন।

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো, হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস। তার ডাক নাম ছিল আবু সাবোহ্। হযরত যাকওয়ান আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু যুরাইক শাখার সদস্য ছিলেন। তার পারিবারিক নাম ছিল, আবু সাবোহ্। তিনি আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বয়আতে অংশ নিয়েছিলেন। তার একটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা হলো, তিনি মদিনা থেকে হিজরত করে মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কায় যান। সে সময় পর্যন্ত মহানবী (সা.) মক্কাতেই ছিলেন। তাকে আনসারী মুহাজের বলা হতো। তিনি বদর ও ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন এবং ওহুদের যুদ্ধে শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন। সুহায়েল বিন আবী সালেহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন ওহুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন তিনি একটি জায়গার দিকে ইঙ্গিত করে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ঐদিকে কে যাবে? যুরায়েক গোত্রের একজন সাহাবী হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস আবু সাবোহ দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি যাবো। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? হযরত যাকওয়ান বলেন, আমি যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস। মহানবী (সা.) তাকে আসন গ্রহণ করার জন্য ইশারা করেন। তিনি (সা.) একথা তিনবার পুনরাবৃত্ত করেন এরপর তিনি বলেন, অমুক অমুক স্থানে চলে যাও, তখন হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! নিশ্চয় আমি-ই সেসব স্থানে যাবো। মহানবী (সা.) বলেন, কেউ যদি এমন ব্যক্তিকে দেখতে চায়- যে আগামীকাল জান্নাতের শ্যামল ভূমিতে বিচরণ করবে তাহলে এই ব্যক্তিকে দেখে নাও। এরপর হযরত যাকওয়ান তার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে যান। তার সহধর্মীনি এবং কন্যারা তাকে বলতে থাকে যে, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তিনি তাদের কাছ থেকে নিজের কাপড়ের প্রান্ত ছাড়িয়ে নেন এবং কিছুটা দূরে সরে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্য

করে বলেন, এখন কিয়ামত দিবসেই আমাদের আবার সাক্ষাৎ হবে। এরপর ওহুদের যুদ্ধেই তিনি শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত খাওয়াদ বিন জুবায়ের আনসারী (রা.)। তার হযরত খাওয়াদ বিন জুবায়ের হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের এর সহোদর ছিলেন, যাকে মহানবী (সা.) ওহুদের যুদ্ধের সময় গিরিপথের নিরাপত্তার দায়িত্বে পঞ্চাশজন তিরন্দাজের সাথে নিয়োজিত করেছিলেন। অর্থাৎ তার (হযরত খাওয়াদের) ভাইকে। হযরত খাওয়াদ মাঝারি গড়নের বা মধ্যমাকৃতির ছিলেন। তিনি ৪০ হিজরীতে ৭৪ বছর বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। হযরত খাওয়াদও মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে একটি পাথরের তীক্ষ্ণ প্রান্তের আঘাতে তিনি আহত হন। তাই মহানবী (সা.) তাকে মদীনায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে বদরের গণিমতের মালে বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে এবং পুরস্কারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেন তিনি সেসব লোকের মতোই ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ওহুদ, খন্দকসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

হযরত খাওয়াদ বর্ণনা করেন যে, একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে মহানবী (সা.) আমাকে দেখতে আসেন। আমি যখন আরোগ্য লাভ করি তখন তিনি (সা.) বলেন, হে খাওয়াদ! তুমি আরোগ্য লাভ করেছ; অতএব তুমি আল্লাহ্‌র সাথে যে ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর। আমি নিবেদন করি, আমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন ওয়াদা করি নি! তিনি (সা.) বলেন, এমন কোন রোগী নেই যে অসুস্থ হয় আর কোন মানত বা সংকল্প করে না। সে অবশ্যই বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আরোগ্য দান করলে আমি এটা করবো বা সেটা করবো। তাই আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তুমি যা-ই বলেছ তা পূর্ণ কর। হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, সুতরাং এটি এমন একটি বিষয়, যা আমাদের সবার অভিনিবেশ ও মনোযোগের দাবি রাখে।

খন্দকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর কাছে বনু কুরায়যার অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.) যখন বনু কুরায়যার এই বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে জ্ঞাত হন তখন তিনি সংবাদ সংগ্রহের জন্য বা অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য যুবায়ের বিন আওয়ামকে ২/৩ বার গোপনে গোপনে প্রেরণ করেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত খাওয়াদকে তাঁর নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে বনু কুরায়যা অভিমুখে প্রেরণ করেন আর সেই ঘোড়ার নাম ছিল জিনাহ্।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত রাবিআ বিন আকসাম। তার ডাকনাম ছিল আবু ইয়াযীদ। হযরত রাবিআ খর্বাকৃতির ও স্থূল দেহের অধিকারী ছিলেন। হযরত রাবিআ মুহাজের সাহাবীদের মাঝে গণ্য হন, বদরের যুদ্ধে যোগদানের সময় তার বয়স ছিল ৩০বছর। বদরের যুদ্ধ ছাড়াও তিনি ওহুদ, খন্দক ও খায়বারের যুদ্ধ এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশ গ্রহণ করেন। আর খায়বারের যুদ্ধেই শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৩৭ বছর।

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে, তার নাম হলো হযরত রিফা বিন আমর আলজুহনী। হযরত রিফা বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আনসারদের বনু নাজ্জার গোত্রের মিত্র ছিলেন।

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে, তার নাম হলো হযরত যায়েদ বিন ওদিআ। হযরত যায়েদ আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার প্রথম বয়আত, বদর এবং ওহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। আর ওহুদের যুদ্ধেই তিনি শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন।

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো, হযরত রিবী বিন রাফে আনসারী। হযরত রিবী বিন রাফে বনু আজলান গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো হযরত যায়েদ বিন মুযায়েন। তিনি খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত যায়েদ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মদীনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ এবং হযরত মিসতা বিন উসাসা-র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন।

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো হযরত আইয়ায বিন যহীর। তিনি ইথিওপিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সেখান থেকে ফিরে এসে মদীনায় হিজরত করেন। আর হযরত কুলসুম বিন আলহিদাম এর কাছে অবস্থান করেন। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমানের খিলাফতকালে ৩০ হিজরী সনে মদীনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত রিফা বিন আমর আনসারী। তিনি ৭০জন আনসার সাহাবীর সাথে আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর ওহুদের যুদ্ধে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন।

হুজুর (আই.) বলেন, পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত যিয়াদ বিন আমর। হযরত যিয়াদকে ইবনে বিশরও বলা হতো। তিনি আনসারদের মিত্র ছিলেন। হযরত যিয়াদ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বনু সায়েদা বিন কাব গোত্রের সদস্য ছিলেন।

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো হযরত সালেম বিন উমায়ের বিন সাবেত। হযরত সালেম আনসারদের বনু আমর বিন অউফ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। হযরত সালেম বদর, ওহুদ, খন্দক এবং সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। তবুকের যুদ্ধের সময় যেসব দরিদ্র সাহাবী মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হন এবং যারা তবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন আর বাহন না থাকার কারণে ক্রন্দনরত ছিলেন, হযরত সালেমও সেই সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সাতজন দরিদ্র সাহাবী মহানবী (সা.) এর কাছে আসেন, তখন তিনি (সা.) তবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে যাচ্ছিলেন। এই সাহাবীরা নিবেদন করেন যে, আমাদেরকে বাহন দিন। মহানবী (সা.) বলেন আমার কাছে কোন বাহন নেই যাতে আমি তোমাদেরকে আরোহন করাতে পারি। তারা ফিরে আসেন আর খরচ করার মতো কিছু না থাকার দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, আয়াত- وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ (সূরা আত্ তওবা : ৯৩) অর্থাৎ আর তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই যারা তখন তোমার কাছে এসেছে যখন যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, যেন তুমি তাদেরকে কোন বাহনের ব্যবস্থা করে দাও। তখন তুমি তাদেরকে উত্তর দিয়েছ যে, আমার কাছে এমন কিছু নেই যাতে আমি তোমাদের আরোহন করাতে পারি। এই উত্তর শুনে তারা ফিরে যায়। আর এই দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল যে, পরিতাপ! তাদের কাছে খোদার পথে ব্যয় করার মতো কিছুই নেই। ইবনে আব্বাস বলেন, এই আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মাঝে সালেম বিন উমায়ের এবং সালেবা বিন যায়েদ-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সূরা তওবার এই আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বলেন, এই আয়াতটি আরোপ হওয়ার দিক থেকে যদিও সাধারণ, কিন্তু যে সাত ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তারা সাতজন দরিদ্র মুসলমান ছিলেন, যারা জিহাদে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করার উপায়-উপকরণ তাদের কাছে ছিল না। তারা মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন যে, আমাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি দুঃখিত, কেননা আমি কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না। তারা তখন খুবই কষ্ট পান। তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে আর তারা ফিরে যায়। তিনি বলেন, তাদের ফিরে যাওয়ার পর, বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উসমান তিনটি আর অন্যান্য মুসলমানরা চারটি উট দান করেন। মহানবী (সা.) তাদের প্রত্যেককে একটি করে উট প্রদান করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, পবিত্র কুরআনে এই ঘটনা এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যেন সেসব দরিদ্র মুসলমানের নিষ্ঠার তুলনা করে দেখানো হয় তাদের সাথে, যারা সম্পদশালী ছিল আর সফরে যাওয়ার জন্য তাদের কাছে বাহনও ছিল, কিন্তু তারা মিথ্যা অজুহাত সন্ধান করছিল। তাদের নেতা ছিল আবু মূসা। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি তখন মহানবী (সা.) এর কাছে কী চেয়েছিলেন? তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা উট চাই নি, আমরা ঘোড়াও চাই নি, আমরা শুধু এ কথা বলেছিলাম যে, আমাদের পা খালি, অর্থাৎ পায়ে জুতাও ছিল না। আর পায়ে হেঁটে এত দীর্ঘ সফর করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ পায়ে আঘাত পেলে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। আমাদের এক জোড়া করে জুতা দেয়া হলে আমরা সেই জুতা পায়ে দিয়েই দৌঁড়ে নিজ ভাইদের সাথে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পৌঁছে যাব। এই ছিল তাদের দারিদ্রতা ও আবেগের চিত্র। হযরত সালেম বিন উমায়ের হযরত মাবিয়ার যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

হুজুর (আই.) বলেন, পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত সুরাকা বিন কাব। হযরত সুরাকা বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার মাতার নাম ছিল উমায়রা বিনতে নোমান। হযরত সুরাকা বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত সুরাকা বিন কাব হযরত মাবিয়া-র যুগে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কালবী-র বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সুরাকা ইয়ামামা-র যুদ্ধে শহীদ হন।

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো হযরত সায়েব বিন মাযঊন। তিনি হযরত উসমান বিন মাযঊন এর আপন ভাই ছিলেন। তিনি ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী প্রাথমিক মুহাজেরদের একজন ছিলেন। হযরত সায়েব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত সায়েব মহানবী (সা.) এর সাথে ব্যবসা করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এই ঘটনাকে এভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, সায়েব নামের একজন সাহাবী ছিলেন, যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন কেউ কেউ মহানবী (সা.) এর সামনে তার প্রশংসা করে। মহানবী (সা.) বলেন, আমি তাকে তোমাদের চেয়ে বেশি জানি। সায়েব বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি সঠিক বলেছেন। আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎস্বর্গীকৃত। আপনি একবার বাণিজ্যের সময় আমার সঙ্গী ছিলেন আর আপনি সর্বদা সমস্ত হিসাব পরিষ্কার রেখেছেন।

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো হযরত আসেম বিন কায়েস। হযরত আসেম বিন কায়েস আনসারদের বনু সালেবা বিন আমর গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত তোফায়েল বিন মালেক বিন খানসা। হযরত তোফায়েল খাযরাজ গোত্রের বনু আবীদ বিন আদী শাখার সদস্য ছিলেন। হযরত তোফায়েল আকাবার বয়আত এবং বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো হযরত তোফায়েল বিন নোমান। হযরত তোফায়েল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার বয়আত এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত তোফায়েল ওহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন, আর সেদিন তিনি তেরটি আঘাত পেয়েছিলেন। হযরত তোফায়েল বিন নোমান খন্দকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন আর এই যুদ্ধেই তিনি শাহাদতের মর্যাদাও লাভ করেছেন।

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত যাহাক বিন আবদে আমর।তার পিতার নাম ছিল আবদে আমর আর তার মাতার নাম ছিল সুমায়রা বিনতে কায়েস। তিনি বনু দিনার বিন নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত নোমান ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তার ভাই উতবা বিন আবদে আমর বি'রে মঊনার ঘটনার দিন শহীদ হয়েছিলেন।

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত যা হাক বিন হারেসা। হযরত যাহাক আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল হারেসা এবং মাতার নাম ছিল হিনদ বিনতে মালেক। হযরত যাহাক সত্তরজন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশ নেন। তিনি বদরের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত খাল্লাদ বিন সুআয়েদ। তিনি আনসারী ছিলেন। হযরত খাল্লাদ খাযরাজ গোত্রের বনু হারেস শাখার সদস্য ছিলেন। হযরত খাল্লাদ আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বনু কুরায়যা-র যুদ্ধে বুনানা নামের এক ইহুদী মহিলা তাকে লক্ষ্য করে উপর থেকে ভারী পাথর ফেলে, যার ফলে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শহীদ হন। এতে মহানবী (সা.) বলেন যে, খাল্লাদের জন্য দুজন শহীদের সমান প্রতিদান রয়েছে। যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, এমন কেন? অর্থাৎ দুজন শহীদের প্রতিদান কেন? তখন তিনি (সা.) বলেন, কারণ হলো তাকে একজন আহলে কিতাব শহীদ করেছে।

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত অউস বিন খওলী আনসারী। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু সালেম বিন গানাম বিন অউফ শাখার সদস্য ছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) হযরত সুজা বিন ওহাব আলআসাদি-র সাথে তার ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত অউস বিন খওলীকে কামেলীনদের মাঝে গণনা করা হতো। অজ্ঞতার যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেই ব্যক্তিকে 'কামেল' বলা হতো যে আরবী লিখতে পারে, ভালো তিরন্দাজি জানে এবং সাতার কাটতে পারে। অর্থাৎ এই তিনটি বিষয় যে পারে তাকে 'কামেল' বলা হতো। যখন মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন আর তাঁকে গোসল করানোর সময় আসে তখন তিনি ভিতরে আসেন আর তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর গোসল এবং দাফন-কাফনে অংশ নেন। তিনি অর্থাৎ হযরত অউস সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি পানির বালতি নিজ হাতে বহন করে আনতেন আর এভাবে (গোসলের জন্য) পানি সরবরাহ করতে থাকেন।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, হযরত আলী, হযরত ফযল বিন আব্বাস, তার ভাই কুসুম, মহানবী (সা.) এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস শুকরান এবং হযরত অউস বিন খওলী মহানবী (সা.) এর কবরে নেমেছিলেন। অর্থাৎ কবরে লাশ রাখার জন্য।

হযরত অউস বিন খওলী থেকে বর্ণিত যে, তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) বলেন, হে অউস! যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করেন। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে লাঞ্ছিত করেন। অতএব এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা, যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। হযরত উসমানের খিলাফতকালে মদীনায় তার ইন্তেকাল হয়।

আল্লাহ্ এই সমস্ত বুযুর্গ সাহাবীদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 1st March 2019

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B